PRINT

সমকাল

আলোচনা ব্যর্থ জাবি উপাচার্যের পদত্যাগ দাবি

১৩ ঘণ্টা আগে

জাবি সংবাদদাতা

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের (জাবি) উন্নয়ন প্রকল্পের দুই কোটি টাকা উপাচার্যের বাসভবনে বসে ছাত্রলীগকে ভাগ করে দেওয়ার অভিযোগের তদন্তের বিষয়ে প্রশাসনের সঙ্গে আন্দোলনকারীদের আলোচনা ব্যর্থ হয়েছে। এ অবস্থায় উপাচার্য অধ্যাপক ফারজানা ইসলামের পদত্যাগ দাবি করেছেন 'দুর্নীতির বিরুদ্ধে জাহাঙ্গীরনগর' ব্যানারে আন্দোলনরত শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা। গতকাল বুধবার রাতে আলোচনা শেষে আন্দোলনকারী শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন কলা ভবনের সামনে সংবাদ সম্মেলনে এমন দাবি করেন। এর আগে বিকেল সাড়ে ৪টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন প্রশাসনিক ভবনের কাউন্সিল কক্ষে উপাচার্যসহ প্রশাসনের শীর্ষ চার কর্মকর্তার সঙ্গে আন্দোলনকারীদের প্রতিনিধিদের আলোচনা শুরু হয়। দুর্নীতির তদন্তের দাবির বিষয়ে প্রশাসন ভিন্নমত প্রকাশ করায় আন্দোলনকারীদের প্রতিনিধিরা বৈঠক থেকে বেরিয়ে যান।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে আন্দোলনকারীদের মুখপাত্র অধ্যাপক রায়হান রাইন বলেন, 'টেন্ডার ছিনতাইয়ের বিচার না করা, নির্দিষ্ট কিছু ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানকে কাজ পাইয়ে দেওয়া, ছাত্রলীগকে কোটি টাকা ভাগাভাগি করে দেওয়া, কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের শীর্ষ নেতাদের চাঁদা দাবির বিষয়টি পাঁচ মাস গোপন রাখা, টাকা ভাগ-বাটোয়ারার ঘটনায় জড়িতদের সরাসরি স্বীকারোক্তি- এসব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা মনে করি ফারজানা ইসলাম উপাচার্য পদে থাকার নৈতিক অধিকার হারিয়েছেন।' এ সময় উপাচার্যকে পদত্যাগ করার জন্য আগামী ১ অক্টোবর পর্যন্ত সময় দেন আন্দোলনকারীরা। এ সময়ের মধ্যে পদত্যাগ না করলে কঠোর কর্মসূচিতে যাওয়ার হুঁশিয়ারি দেন তারা।

সংবাদ সম্মেলনে আজ বৃহস্পতিবার দুপুর সাড়ে ১২টায় দুর্নীতির সুষ্ঠু তদন্ত ও উপাচার্যের পদত্যাগের দাবিতে বিক্ষোভ মিছিলের ঘোষণা দেওয়া হয়। এছাড়া ভর্তি পরীক্ষা চলাকালে উপাচার্যকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সব ভবনে অবাঞ্ছিত এবং সর্বাত্মকভাবে প্রত্যাখ্যানের ঘোষণা দেন তারা।

এদিকে বৈঠক শেষে উপাচার্য ফারজানা ইসলাম সাংবাদিকদের বলেন, 'বৈঠকে আন্দোলনকারীরা আমার পদত্যাগ দাবি করেছেন। কিন্তু আমি চাইলেই তো আর পদত্যাগ করতে পারি না। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টেকহোল্ডার তো শুধু তারাই

(আন্দোলনকারীরা) নন। তাদের বাইরেও অনেকেই আছেন। সবাই যদি মনে করেন আমি নৈতিক অবস্থান হারিয়েছি, তাহলে সেটা ভিন্নকথা। উপাচার্য হিসেবে আমার এটুকু সুযোগ আছে নিজেকে পরিচ্ছন্ন করার।'

ফারজানা ইসলাম আরও বলেন, 'আমি ইউজিসিকে (বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন) বলব যেন তারা একটি তদন্ত করেন। তদন্ত চলাকালে আমাকে দায়িত্ব ছেড়ে দিতে হবে কি-না, তা আমি বলতে পারি না। সেটা বলবেন আচার্য (রাষ্ট্রপতি)।' আন্দোলনকারীদের সঙ্গে আলোচনার দরজা আর খোলা নেই বলেও জানান উপাচার্য।

উপউপাচার্যের বৈঠক বর্জন :মঙ্গলবার রাতে সাড়ে চার ঘণ্টারও বেশি সময় উপউপাচার্য আমির হোসেনসহ সাত শিক্ষকের মোবাইল ফোন সুবিধা বন্ধ ছিল। এর পেছনে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের হাত থাকার অভিযোগে আন্দোলনকারীদের সঙ্গে প্রশাসনের বৈঠকে আমির হোসেন অংশ নেননি। তিনি বলেন, 'আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ পদে রয়েছি। কিন্তু গতকাল (মঙ্গলবার) রাতে আমার মোবাইল ফোনে সংযোগ প্রায় সাড়ে চার ঘণ্টা বন্ধ রাখা হয়। আমি মনে করছি, এর সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের সম্পৃক্ততা রয়েছে। এর প্রতিবাদে বৈঠক বর্জন করেছি।'

সেই ছাত্রলীগ নেতা ক্যাম্পাস ছাড়া :টাকার ভাগ পাওয়ার বিষয়টি গণমাধ্যমে স্বীকার করা ছাত্রলীগের সহসভাপতি নিয়ামুল হোসেন ও যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক সাদ্দাম হোসেন মঙ্গলবার রাত থেকে ক্যাম্পাসে নেই। এর আগে সংবাদ সম্মেলনে নিজের নিরাপত্তাহীনতার কথা জানান সাদ্দাম হোসেন। সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, 'সোমবার বিভিন্ন গণমাধ্যমে উপাচার্যের বাসভবনে কোটি টাকা ভাগ-বাটোয়ারার বিষয়টি বলার পর থেকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বিভিন্ন মহল আমাকে হুমকি দিচ্ছে।'

গত রোববার রাতে কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের বাদপড়া সাধারণ সম্পাদক গোলাম রাব্বানীর সঙ্গে সাদ্দাম হোসেনের মোবাইল ফোনে কথোপকথনের একটি অডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। ৬ মিনিট ১০ সেকেন্ডের অডিওতে উপাচার্য ফারজানা ইসলাম উপস্থিত থেকে ছাত্রলীগের নেতাদের মধ্যে এক কোটি টাকা ভাগ করে দিয়েছেন বলে রাব্বানীকে জানান সাদ্দাম। সেই ভাগ থেকে ২৫ লাখ টাকা পেয়েছেন সাদ্দাম ও তার অনুসারীরা। পরদিন সোমবার গণমাধ্যমে টাকা ভাগ পাওয়ার কথা স্বীকার করেন সাদ্দাম হোসেন ও শাখা ছাত্রলীগের সহসভাপতি নিয়ামুল হোসেন। উপাচার্যের ছেলে প্রতীক তাজদিক হোসেনের ফোন কল রেকর্ড যাচাই করলেই দুর্নীতির সত্যতা পাওয়া যাবে বলে উল্লেখ করেন তারা।

© সমকাল 2005 - 2019

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক : মুস্তাফিজ শফি । প্রকাশক : এ কে আজাদ

টাইমস মিডিয়া ভবন (৫ম তলা) | ৩৮৭ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা - ১২০৮ । ফোন : ৫৫০২৯৮৩২-৩৮ | বিজ্ঞাপন : +৮৮০১৯১১০৩০৫৭ (প্রিন্ট পত্রিকা), +৮৮০১৮১৫৫৫২৯৯৭ (অনলাইন) । ইমেইল: ad.samakalonline@outlook.com